ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে বর্বরোচিত পুলিশি হামলার তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও প্রতিটি আবাসিক হলে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের পুলিশ বাহিনী এই প্রতিক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা এখনও চালাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বিস্ফোরণন্মুখ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া ক্যাম্পাসের বাইরেও উপচে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। দেশের সচেতন নাগরিকরাও দেশের এক নম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন পুলিশ বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য এবং বিডিআরের সক্রিয় সহায়তা নিয়েও পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারেনি। ফলে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হল ছাড়তে বাধ্য করেছেন; তারপরও ক্যাম্পাসে উত্তেজনার অবসান হয়নি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটনা পরম্পরা এতদূর পর্যন্ত গড়ানোতে জাতির ভাবমূর্তি আরেক ধাপ কলঙ্কলিপ্ত হলো।

শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা (ইমিডিয়েট অ্যান্ড রিমোট) তদন্ত করার জন্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও সিনিয়র মন্ত্রীরা বিষয়টি বিবেচনার জন্য বৈঠক করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ডেকে নাকি প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন; কিন্তু তাতে তো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা তাতে শান্ত হয়নি। আবাসিক হলগুলো থেকে ছাত্রছাত্রী তাড়িয়ে দিলেই কি বিক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রশমিত হবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে চলেছে, তার দায়িত্ব সরকার কোনভাবেই এড়াতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সে কথা বলে পার পাওয়া যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য হিসেবে জোট সরকারের পছন্দমতো (হ্যান্ড-পিকড) ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছে। সরকার তার হাতে কি কি রাজনৈতিক এজেন্ডা তুলে দিয়েছে, তা আমাদের জানা নেই। তবে শামসুন্নাহার হলের ঘটনার সূত্রপাত (ট্রিগার-পয়েন্ট) নিয়ে তিনি নানা ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, বর্বরোচিত হামলা এবং তার পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তিনি আবোল-তাবোল বলছেন বললে কম বলা হয়। উপাচার্যের রাজনৈতিক 'মেন্টর'রা তাকে এখন চুপ থাকতে বললে ভাল করবেন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি কোনভাবেই 'ম্যানেজ' করতে পারবেন না, সে কথাটা এতদিনে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। সরকার বর্তমান উপাচার্যকে রেখে যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেন তবে সরকারকে অনেক মূল্য দিতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, তাতে চরম মূল্যটা দেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। তাদের শিক্ষা জীবন স্বাভাবিক হতে বহুদিন লেগে যেতে পারে।

সরকারের নেতৃস্থানীয় মন্ত্রীরা তদন্ত কমিশনের সুপারিশ হাতে না পাওয়া পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় থাকার পক্ষপাতি। তদন্ত কমিশনের দোহাই দিয়ে অনেকেই মুখ খুলছেন না। ফলে ২৪শে জুলাইয়ের মধ্যরাতের ঘটনা সম্পর্কে ধূম্রজাল অব্যাহত আছে। ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক হল থেকে বিতাড়নের পর তদন্ত কমিশন সাক্ষ্য নেয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদেরও হয়ত পাবে না। যারা হামলার জন্য দায়ী এবং যারা হামলার কাজটি করেছে শুধু তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে কমিশন কি পারবে কোন ব্যালান্সড সুপারিশ করতে? তাছাড়া অতীতের ইতিহাস যদি বিবেচনা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, কোন তদন্ত কমিশন বা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কদাচিৎ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। খুব হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে 'র‍্যাশনালাইজ' করার জন্য তদন্ত কমিটি বা কমিশনের সুপারিশ ব্যবহার করা হয়েছে।

কারও অপেক্ষায় না থেকে সরকারের উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা। কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে তা সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জানেন না, তা বললে বর্তমান সরকারকে আন্ডারএস্টিমেট করা হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত স্বাভাবিক করার রাজনৈতিক সদিচ্ছা আছে কিনা সেটাই ধড় কথা। আমরা সরকারের 'নেকসড মুভ'-এর অপেক্ষায় রইলাম।